আপনি কি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করেন?

ড. মুযাফফর বিন মুহসিন

আছ-ছিরাত প্রকাশনী
হাফিয আমেনা প্লাজা, নওদাপাড়া, রাজশাহী

আপনি কি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করেন?

ড. মুযাফফর বিন মুহসিন

আছ-ছিরাত প্রকাশনী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আপনি কি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করেন?

ড. মুযাফফর বিন মুহসিন
০১৭১৫-২৪৯৬৯৪

প্রকাশক
আছ-ছিরাত প্রকাশনী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৯১৪-২৪১৩৩৩, ০১৭১৬-৩৮০৪৭০

প্রকাশকাল
মে ২০১৭ খৃঃ

॥সর্বস্বত্ব প্রকাশকের॥

কম্পোজ
আছ-ছিরাত কম্পিউটার্স
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য

Apni ki Niomito Quran Telawat koren By Dr. Muzaffar Bin Mohsin Dawra-e-Hadeeth, Kamil, B.A (Honours), M. A University of Rajshahi. Ph.D. University of Rajshahi. Speaker, Peace TV Bangla. Published by : Sirat Prokashoni, Nawdapara, Sapura, Rajshahi. May 2017. Mobile: 01715-249694, 01738-346690.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত :

পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে বড় মু'জিযা হল, এটা সরাসরি আল্লাহ্‌র কালাম। তাই এর প্রত্যেকটি অক্ষর, শব্দ, বাক্য ও আয়াত রহমত, বরকত, হেদায়াত, প্রশান্তি ও নেকীতে পরিপূর্ণ। যখনই আল্লাহ্‌র কালাম তেলাওয়াত করা হয়, তখনই এগুলো নাযিল হয়; ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকেন এবং রহমতের পর বিছিয়ে বেষ্টন করে রাখেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

'আর আমরা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি- সবকিছুর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে এবং মুসলিমদের জন্য হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ হিসাবে' *(সূরা নাহল ৮৯)*। অন্য আয়াতে বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا.

'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য এটা শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে' *(বনী ইসরাঈল ৮২)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে উপদেশবাণী, হৃদয়ের রোগের ঔষধ, হেদায়াত এবং মুমিনদের জন্য রহমত' *(ইউনুস ৫৭; নামল ৭৭)*।

তাছাড়া কুরআন তেলাওয়াতের কারণে মুমিন ব্যক্তির ঈমানও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا 'যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়' *(আনফাল ২)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُوْلُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অক্ষর তেলাওয়াত করবে, তার বিনিময়ে সে একটি নেকী পাবে, আর একটি নেকী হবে দশ নেকীর সমান। আমি 'আলিফ লাম মীম'-কে একটি অক্ষর বলছি না; বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর'।[১]

উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, কুরআন তেলাওয়াত করলেই নেকী হবে। অর্থ বুঝে তেলাওয়াত না করলে নেকী হবে না মর্মে কিছু লোক যে দাবী করে থাকে, তা সঠিক নয়। কারণ 'আলিফ লাম মীম'-এর অর্থ তো কেউ জানে না। তবে অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করা নিঃসন্দেহে উত্তম। শুধু পড়া নয় কুরআন তেলাওয়াত শুনলেও নেকী হয়।[২] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলকে ভালবাসতে চায়, সে যেন কুরআন দেখে দেখে তেলাওয়াত করে'।[৩]

এ জন্য কুরআন তেলাওয়াত মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষে পৌঁছে দেয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়'।[৪] অন্যত্র বলেন, إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়'।[৫]

---

১. তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩২৭, সনদ ছহীহ।
২. বুখারী হা/৫০৪৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৩/৯০ পৃঃ।
৩. আল-মু'জামু লিইবনিল মুক্বরী হা/৪৯৮; হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/২০৯ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩৪২, সনদ হাসান।
৪. বুখারী হা/৫০২৭; আবুদাঊদ হা/১৪৫২; তিরমিযী হা/২৯০৭; মিশকাত হা/২১০৯।
৫. বুখারী হা/৫০২৮।

কুরআন তেলাওয়াত করার সময় আল্লাহ্‌র রহমত, বরকত, দয়া ও প্রশান্তি নাযিল হয় এবং অসংখ্য ফেরেশতা উপস্থিত থাকেন :

অধিকাংশ মানুষই কুরআন তেলাওয়াতের বরকত উপলব্ধি করে না। অথচ এর নেকী ও রহমতের কোন অন্ত নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ.

‘যখন কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্‌র ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর পর্যালোচনা করে, তখন তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখেন’।[৬] বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوْطٌ فِى الدَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ.

‘ছাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফ তেলাওয়াত করছিল। তখন তার ঘোড়াটা তার ঘরে বাঁধা ছিল। ঘোড়া লাফাতে লাগল। অতঃপর সে দেখার জন্য বের হল। কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। ঘোড়াটি আবারও লাফাতে লাগল। ভোর হলে লোকটি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বিষয়টি জানাল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওটা হল ‘সাকীনা’ বা বিশেষ প্রশান্তি, যা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছে’।[৭]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসায়েদ ইবনু হুযায়র (রাঃ) যখন তাঁর আস্তাবলে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর ঘোড়াটি অস্থির হয়ে উঠছিল। তিনি আবার তেলাওয়াত করলে ঘোড়াটি আবার অস্থির হয়ে উঠল। তিনি আবার তেলাওয়াত করলে আবারো ঘোড়াটি অস্থির হয়ে উঠল। উসায়েদ (রাঃ) বলেন, আমার এমন আশংকা হল যে, ঘোড়াটা আমার ছেলে ইয়াহ্‌ইয়াকে (ওখানে শুয়ে থাকা) পদদলিত করবে। তাই আমি উঠে ঘোড়ার

---

৬. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।

৭. বুখারী হা/৪৮৩৯ ও ৫০১১; মিশকাত হা/২১১৭।

নিকটে গেলাম। তখন আমি আমার মাথার উপরে সামিয়ানার মত কিছু দেখলাম, যার মাঝে প্রদীপের ন্যায় কিছু ঝুলছে। একটু পরে আমি আর তা দেখলাম না। উসায়েদ বলেন, আমি সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! গতকাল মধ্য রাতে আমি আমার অশ্বশালায় কুরআন থেকে তেলাওয়াত করছিলাম। হঠাৎ আমার ঘোড়াটি অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ইবনু হুযায়র! তুমি তেলাওয়াত করতে থাকতে। তিনি বলেন, আমি তেলাওয়াত করতে থাকলাম, সে আবার অস্থির হয়ে উঠল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ইবনু হুযায়র! তুমি তেলাওয়াত করতে থাকতে। তিনি বলেন, আমি আবার তেলাওয়াত করতে থাকলাম, ঘোড়াটি আবারও অস্থির হয়ে উঠল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ইবনু হুযায়র! তুমি তেলাওয়াত করতে থাকতে। ইবনু হুযায়র বললেন, তখন আমি তেলাওয়াত করা বন্ধ করলাম। (কারণ আমার ছেলে) ইয়াহ্ইয়া ঘোড়াটির কাছেই ছিল। আমার আশংকা হল যে, ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করতে পারে। (ইবনু হুযায়ের বলেন) তখন আমি সামিয়ানার মত কিছু দেখলাম, তার নীচে যেন অনেক প্রদীপ ঝুলে আছে। একটু পরে আর তা দেখতে পেলাম না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ ‘তারা হলেন ফেরেশতা। তোমার তেলাওয়াত তারা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তুমি যদি তেলাওয়াত করতে থাকতে, তবে তাঁরা সকাল পর্যন্ত থাকতেন। লোকেরা তাদের দেখতে পেত, তাঁরা মানুষের আড়ালে যেতেন না’।[৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা‘আলার বাণী, ‘আর ফজরে কুরআন তেলাওয়াতের স্থায়ী নীতি অবলম্বন কর। কারণ ফজরের কুরআন তেলাওয়াত মুখোমুখি হয়’ (বনী ইসরাঈল ৭৮)। এ আয়াত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ ‘এ সময় রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকেন’।[৯]

---

৮. বুখারী হা/৫০১৮; মুসলিম হা/১৮৯৫।

৯. তিরমিযী হা/৩১৩৫; মিশকাত হা/৬৩৫, সনদ ছহীহ।

কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করা একটি গর্ভবতী উটনী ছাদাক্বা করার সমান :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা বললেন, ‘তোমাদের কেউ কি এটা পসন্দ করে যে, সে যখন বাড়ীতে ফিরবে, তখন সে তিনটি হৃষ্টপুষ্ট বড় কুঁজ বিশিষ্ট গর্ভবতী উটনী পাবে? আমরা বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, মনে রেখ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআনের তিনটি আয়াত ছালাতে তেলাওয়াত করবে, তা তার জন্য এ ধরনের তিনটি উটনী অপেক্ষাও উত্তম হবে’।[১০] অন্য হাদীছে এসেছে,

‘একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বের হলেন। আমরা তখন ছুফফায় অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রত্যেক দিন সকালে ‘বুত্বহান’ অথবা ‘আক্বীক্ব’ উপত্যকায় গিয়ে সেখান থেকে কোন প্রকার পাপ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়াই উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট দু’টি উট নিয়ে আসতে পসন্দ করে? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা তা পসন্দ করি। তিনি বললেন, ‘তোমরা কী এরূপ করতে পার না যে, সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্র কিতাব হতে দু’টি আয়াত জানবে অথবা পড়বে। এটা তার জন্য দু’টি উট হতে উত্তম হবে, তিনটি আয়াত তার জন্য তিনটি উট হতে উত্তম হবে এবং চারটি আয়াত চারটি উট হতে উত্তম হবে। এভাবে আয়াতের সংখ্যা উটের সংখ্যা হতে উত্তম হবে’।[১১]

কুরআন ক্বিয়ামতের মাঠে সুপারিশ করবে :

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ...

---

১০ . ছহীহ মুসলিম হা/৮০২; মিশকাত হা/২১১১।

১১ . মুসলিম হা/১৯০৯; মিশকাত হা/২১১০; ছহীহুল জামে‘ হা/২৬৯৭।

আবু উমামা আল-বাহেলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তা তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী হিসাবে উপস্থিত হবে।[১২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ إِنِّيْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ فَيُشْفَعَانِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে প্রভু! আমি আপনার বান্দাকে দিনের বেলায় যাবতীয় পানাহার ও প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে বিরত রেখেছিলাম। তাই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতে ঘুম হতে বিরত রেখেছিলাম, তাই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতঃপর উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।[১৩]

রামাযানে কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব :

পবিত্র কুরআন রামাযানেই নাযিল হয়েছে। আর রাসূল (ছাঃ) যেমন এ মাসে বেশী বেশী তেলাওয়াত করতেন, তেমনি জিবরীল (আঃ)ও বেশী বেশী আসতেন এবং বেশী বেশী কুরআন শুনতেন ও শুনাতেন। তাই রামাযান মাসে কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব অনেক অনেক বেশী।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) অধিক দানশীল ছিলেন। যখন জিবরীল (আঃ) রামাযান মাসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন

---

১২. ছহীহ মুসলিম হা/৮০৪; মিশকাত হা/২১২০।

১৩. বায়হাক্বী-শু'আবুল ঈমান হা/১৮৩৯; হাকেম হা/২০৩৬; মিশকাত হা/১৯৬৩; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৪২৯, সনদ ছহীহ।

তিনি আরও বেশী দান করতেন। কারণ রামাযানের প্রতি রাতে তিনি জিবরীল (আঃ)-এর নিকট কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং প্রবাহিত বাতাসের ন্যায় অধিকহারে দান করতেন।[১৪] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِيْ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ 'জিবরীল (আঃ) প্রত্যেক বছর রামাযানের রাত্রিতে একবার করে কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। আর এই বছর তিনি আমার কাছে দুইবার কুরআন পুনরাবৃত্তি করেছেন'।[১৫] উক্ত হাদীছেও রামাযানের বিষয়টিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১৬]

কুরআনের হাফেয ও তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের মর্যাদা :

কুরআনের হাফেযকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা বেছে নেওয়ার অধিকার দেয়া হবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআনের হাফেযকে বলা হবে, পাঠ করতে থাক আর উপরে আরোহণ করতে থাক এবং দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে-সুস্থে পাঠ করতে, ঠিক সেভাবে পাঠ করতে থাক। যেখানে তোমার আয়াত পাঠ শেষ হবে, সেখানেই তোমার মর্যাদা নির্ধারিত হবে'।[১৭] আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, مَثَلُ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ 'কুরআনের হাফেযের উদাহরণ হল, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল ফেরেশতাগণের সাথে থাকবে'।[১৮]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلّٰهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ.

---

১৪. বুখারী হা/১৯০২।
১৫. বুখারী হা/৬২৮৬।
১৬. ফাৎহুল বারী হা/৪৯৯৭-এর আলোচনা দ্রঃ।
১৭. আবুদাঊদ হা/১৪৬৪; তিরমিযী হা/২৯১৪; মিশকাত হা/২১৩৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৪০, সনদ ছহীহ।
১৮. বুখারী হা/৪৯৩৭।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'লোকজনের মধ্যে অনেকে আল্লাহ্‌র পরিবার রয়েছে। ছাহাবীরা বললেন, তারা কারা? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে হাফেযগণ হলেন আল্লাহ্‌র আপনজন ও বিশেষ বান্দা'।[১৯]

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, 'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর, কুরআনের এ সমস্ত লটকানো কপির সাথে তোমাদের ধোঁকা দেয়া উচতি নয় (অর্থাৎ তোমরা কুরআন মুখস্থ কর)। কারণ যে অন্তর কুরআন মুখস্থ করেছে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না'।[২০] অন্য হাদীছে এসেছে, 'বৃদ্ধ মুসলিম ব্যক্তি এবং কুরআনের হাফেযকে সম্মান করা, আল্লাহকে সম্মান করার সমান'।[২১]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন কুরআনের হাফেযকে তার ডান হাতে মালিকানা দেয়া হবে আর বাম হাতে দেয়া হবে স্থায়ী নে'মত এবং তার মাথার উপর সম্মানের মুকুট রাখা হবে। আর তার মাতা-পিতাকে এমন দুই জোড়া কাপড় পরানো হবে, দুনিয়া ও এর মধ্যে যা আছে, সবকিছু দিয়েও তার সমপরিমাণ হবে না। তখন মাতা-পিতা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা এটা পেলাম কীভাবে? তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলে তাই'।[২২] আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً.

'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন হাযির হয়ে বলবে, হে আমার রব! একে (হাফেযে কুরআনকে) অলংকার পরিয়ে দিন। অতঃপর তাকে মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। কুরআন আবার বলবে, হে আমার রব! তাকে আরো বৃদ্ধি করে দিন। সুতরাং তাকে আরো মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। পুনরায় বলবে, হে আমার রব!

---

১৯ . ইবনু মাজাহ হা/২১৫; ছহীহুল জামে' হা/২১৬৫, সনদ ছহীহ।

২০ . দারেমী হা/৩৩১৯, সনদ ছহীহ।

২১ . আবুদাঊদ হা/৪৮৪৩; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৫৭; মিশকাত হা/৪৯৭২, সনদ ছহীহ।

২২ . ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব ৬/৫১ পৃঃ; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/১৪৩৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮২৯, সনদ ছহীহ।

তার প্রতি আপনি সন্তুষ্ট হোন! ফলে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি একটি একটি করে আয়াত পড়তে থাক এবং উপরের দিকে উঠতে থাক। এমনিভাবে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে তার জন্য একটি করে নেকী বৃদ্ধি করা হবে'।[২৩]

কয়েকটি সূরার ফযীলত :

পুরো কুরআনই ফযীলতপূর্ণ। এরপরও কিছু কিছু সূরার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যেমন সূরা ফাতিহা ও বাক্বারাহ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيْتَهُ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা জিবরীল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বসে ছিলেন, এমন সময় উপর দিক হতে দরজা খোলার একটি শব্দ শুনলেন। তিনি উপর দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, আসমানের যে দরজাটি আজ খোলা হল, এই দরজা এর পূর্বে আর কোন দিন খোলা হয়নি। জিবরীল (আঃ) বললেন, সে দরজা হতে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে নামলেন। তিনি ইতিপূর্বে কোনদিন পৃথিবীতে আসেননি। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিয়ে বললেন, দু'টি নূরের জ্যোতির সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি- সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার শেষাংশ। আপনি তার যে অক্ষরই তেলাওয়াত করবেন, আপনাকে তারই প্রতিদান দেয়া হবে'।[২৪] অন্য হাদীছে সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান সম্পর্কে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

---

২৩ . তিরমিযী হা/২৯১৫; হাকেম হা/২০২৯; ছহীহুল জামে' হা/৮০৩০, সনদ ছহীহ।
২৪ . ছহীহ মুসলিম হা/৮০৬; মিশকাত হা/২১২৪।

اقْـرَءُوا الزَّهْرَاوَيْـنِ الْبَقَـرَةَ وَسُـوْرَةَ آلِ عِمْـرَانَ فَإِنَّهُمَـا تَأْتِيَـانِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ كَأَنَّهُمَـا غَمَامَتَـانِ أَوْ كَأَنَّهُمَـا غَيَايَتَـانِ أَوْ كَأَنَّهُمَـا فِرْقَـانِ مِـنْ طَـيْرٍ صَـوَافَّ تُحَاجَّـانِ عَـنْ أَصْحَابِهِمَـا اقْـرَءُوْا سُـوْرَةَ الْبَقَـرَةِ فَـإِنَّ أَخْذَهَـا بَرَكَـةٌ وَتَرْكَهَـا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ. قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِى أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

তোমরা সুপারিশকারী উজ্জ্বল দু'টি সূরা- বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তেলাওয়াত কর। কেননা এ দু'টি সূরা ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে- যেন দু'টি 'গামামা, কিংবা 'গায়ায়া' বা মেঘ বাঁধাদল, কিংবা যেন দু'টি ডানা বিস্তারকারী পাখির ঝাঁক। যারা তেলাওয়াতকারীদের জন্য ঝগড়া করবে। তোমরা সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত কর। কারণ এর তেলাওয়াতে বরকত রয়েছে এবং তা বর্জনকারীর জন্য আফসোস রয়েছে। আর বাতিলপন্থীরা তার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, আমার কাছে এ তথ্য পৌঁছেছে যে, 'বাতালা অর্থ হল যাদুকর'।[২৫] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَـنْ أَبِىْ مَسْـعُوْدٍ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ الْآيَتَـانِ مِـنْ آخَـرِ سُـوْرَةِ الْبَقَـرَةِ مَـنْ قَرَأَ بِهِمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত যে রাতে পড়বে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে'।[২৬]

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত :

عَـنْ أُبَيِّ بْـنِ كَعْـبٍ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ يَـا أَبَـا الْمُنْـذِرِ أَتَـدْرِىْ أَىُّ آيَـةٍ مِـنْ كِتَـابِ اللهِ مَعَـكَ أَعْظَـمُ. قَـالَ قُلْـتُ اللهُ وَرَسُـوْلُهُ أَعْلَـمُ. قَـالَ يَـا أَبَـا الْمُنْـذِرِ أَتَـدْرِىْ أَىُّ آيَـةٍ مِـنْ كِتَـابِ اللهِ مَعَـكَ أَعْظَـمُ. قَـالَ قُلْـتُ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُـوَ الْـحَىُّ الْقَيُّوْمُ. قَالَ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ.

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুল মুনযির, তুমি কি জান আল্লাহ্‌র কিতাবের কোন্ আয়াতটি সর্বশ্রেষ্ঠ?

---

২৫ . মুসলিম হা/৮০৪।

২৬ . ছহীহ বুখারী হা/৫০০৯; ছহীহ মুসলিম হা/৮০৭; মিশকাত হা/২১২৫।

আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) ভাল জানেন। তিনি আবার বললেন, হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান আল্লাহ্র কিতাবের কোন্ আয়াতটি সর্বশ্রেষ্ঠ? এবার আমি বললাম,'আল্লাহু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যূম'। উবাই (রাঃ) বলেন, এ সময় রাসূল (ছাঃ) আমার বুকে হাত মেরে বললেন, আল্লাহর কসম! জ্ঞান তোমাকে যেন স্বাগত জানায় হে আবুল মুনযির![২৭]

সূরা মুল্কের ফযীলত :

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سُوْرَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَثُوْنَ آيَةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ (تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ).

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআনে ত্রিশ আয়াতের একটি সূরা আছে, যা পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করতে থাকবে। অবশেষে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। সে সূরাটি হচ্ছে- তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক'।[২৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ كُلَّ لَيْلَةٍ مَنَعَهُ اللهُ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَكُنَّا فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نُسَمِّيْهَا الْمَانِعَةَ..

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে 'তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক' পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে এর দ্বারা কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আর আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এর নাম বলতাম 'আল-মানে'আহ' বা বাধাদানকারী..।[২৯] অন্য হাদীছে রয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) সূরা সাজদাহ এবং সূরা মুল্ক না পড়ে ঘুমাতেন না।[৩০]

সূরা ইখলাছের ফযীলত :

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَجَبَتْ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ قَالَ الْجَنَّةُ.

---

২৭. ছহীহ মুসলিম হা/৮১০; মিশকাত হা/২১২২।
২৮. আবুদাঊদ হা/১৪০০; মিশকাত হা/২১৫৩, সনদ হাসান।
২৯. নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১০৫৪৭; সনদ হাসান, ছহীহ তারগীব হা/১৪৭৫।
৩০. তিরমিযী হা/২৮৯২; মিশকাত হা/২১৫৫, সনদ ছহীহ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' 'আল্লাহুছ ছামাদ' পড়তে শুনে বললেন, 'অবধারিত হয়ে গেছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কী অবধারিত হল? তিনি বললেন, জান্নাত'।[৩১]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنِّىْ أُحِبُّ هَذِهِ السُّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قَالَ إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ.

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' এই সূরাকে ভালবাসি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমার এই ভালবাসাই তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দিয়েছে'।[৩২]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللهُ لَهُ قَصْراً فِى الْجَنَّةِ.

মু'আয ইবনু আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' শেষ পর্যন্ত দশবার তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন'।[৩৩]

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِىْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالُوْا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে পারবে? ছাহাবীগণ বললেন, কিভাবে প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে পারবে? তিনি বললেন, সূরা 'কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান'।[৩৪] অন্য হাদীছে এসেছে, সূরা কাফিরূন ৪বার তেলাওয়াত করলে পুরো কুরআন একবার তেলাওয়াত করার সমান ছওয়াব পাওয়া যায়।[৩৫]

---

৩১ . তিরমিযী হা/২৮৯৭; মিশকাত হা/২১৬০, সনদ ছহীহ।
৩২ . ছহীহ বুখারী হা/৭৭৪; তিরমিযী হা/২৯০১; মিশকাত হা/২১৩০।
৩৩ . আহমাদ হা/১৫৬৪৮, সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৮৯।
৩৪ . মুসলিম হা/৮১২; মিশকাত হা/২১২৭।
৩৫ . তিরমিযী হা/২৮৯৩, সনদ হাসান ।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِيْ صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ.

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে এক সেনাদলের সেনাপতি করে পাঠালেন। সে তার সঙ্গীদের ছালাত আদায় করাত এবং সূরা ইখলাছ দিয়ে ক্বিরআত শেষ করত। যখন তারা মদীনায় ফিরলেন, তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বিষয়টি পেশ করলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞেস কর সে কী কারণে এরূপ করে থাকে? তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, এটা রহমানের ছিফাত। আর আমি এটা তেলাওয়াত করতে ভালবাসি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালবাসেন'।[৩৬]

সূরা কাহফের ফযীলত :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের ফেৎনা হতে নিরাপদে রাখা হবে'।[৩৭]

জ্ঞাতব্য : সংক্ষিপ্ত করণের স্বার্থে সব ফযীলত এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হল না। তবে সমাজে সূরা ইয়াসীন, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতসহ আরো কিছু সূরার যে সমস্ত ফযীলত প্রচলিত আছে, সেগুলোর বিশুদ্ধ কোন দলীল নেই। এছাড়া তাবলীগী নিছাবের 'ফাযায়েলে কুরআন' অংশে ও নিয়ামুল কুরআনে অনেক মিথ্যা ও উদ্ভট ফযীলত উল্লেখ করা আছে। এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে।

---

৩৬. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ; বুখারী হা/৭৩৭৫; ছহীহ মুসলিম হা/৮১৩; মিশকাত হা/২১২৯।
৩৭. মুসলিম হা/৮০৯; মিশকাত হা/২১২৬।

যে কুরআন পড়তে জানে না তার জন্য করণীয় :

পবিত্র কুরআন যে ব্যক্তি শিক্ষা করেনি, সে-ই সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তি। সে যেন যাবতীয় রহমত ও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত। তাই বয়স যতই হোক, কষ্ট যতই হোক কুরআন শিক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা করা অতীব যরূরী কর্তব্য। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ 'যে ব্যক্তি মুখের জড়তা নিয়ে কুরআন তেলাওয়াতের চেষ্টা করে এবং পড়তে খুব কষ্ট পায়, তার জন্য দুইগুণ নেকী রয়েছে'।[৩৮]

উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআন অন্য কোন ভাষায় উচ্চারণ করে তেলাওয়াত করা হারাম। যারা উচ্চারণ করা কুরআন প্রিন্ট করে বাজারে ব্যবসা করছে তারা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ করছে।

রামাযানের সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী :

ছিয়াম পালনের পাশাপাশি অঢেল নেকী অর্জন ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাসূল (ছাঃ) কিছু কিছু আমল বেশী করতেন। সেগুলো আমাদেরও বেশী বেশী করা উচিত। যেমন-

(১) বেশী বেশী ছাদাক্বা বা দান করা। (২) বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করা বা কুরআন শিক্ষা করা (৩) দীর্ঘ তেলাওয়াতের মাধ্যমে তারাবীহ বা তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করা। (৪) অন্যকে ইফতার করানো। (৫) অন্যের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। (৬) অর্থ বুঝে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পড়া, গুরুত্বপূর্ণ দু'আগুলো মুখস্থ করা এবং বিশুদ্ধ ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা। (৭) তাওহীদ ও সুন্নাহর প্রচার ও প্রসারের জন্য বেশী বেশী দাওয়াতী কাজ করা। (৮) দ্বীনি মাহফিল ও হালাকায় অংশ গ্রহণ করা।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

---

৩৮. ছহীহ বুখারী হা/৪৯৩৭; ছহীহ মুসলিম হা/৭৯৮; মিশকাত হা/২১১২।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

আছ-ছিরাত প্রকাশনী এ্যান্ড প্রিন্টিং প্রেস

হাফিয আমেনা প্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১; ০১৯১০-৭২৪৭৫৮

দ্বীনী ভাই-বোনদের প্রতি বিশেষ আহ্বান

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত সুধী,

'আছ-ছিরাত প্রকাশনী এ্যান্ড প্রিন্টিং প্রেস'-এর পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ। আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি যে, অল্প সময়ের মধ্যে এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সারা দেশে দাওয়াতী কাজে সর্বোচ্চ প্রভাব ফেলেছে; তাওহীদ ও সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং শিরক-বিদ'আতের মূলোৎপাটনে এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ৫৫টি বই প্রিন্ট করেছে। আল-হামদু-লিল্লাহ। অচিরেই বৃহদাকারের আরো বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক বই প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। তাই উক্ত মহতী দাওয়াতী কাজকে আরো বেগবান করার জন্য যাকাত, ছাদাক্বাহ ও সাধারণ দান থেকে আপনার সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। আল্লাহ আপনাকে জান্নাতের জন্য কবুল করুন-আমীন!

আপনার দ্বীনী ভাই

ড. মুযাফফর বিন মুহসিন

মোবাইল : ০১৯১৯-২৪৯৬৯৪

০১৭৩৮-৩৪৬৬৯০

একাউন্ট নং :

১. ছিরাত প্রকাশনী
ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
নিউ মার্কেট রাজশাহী শাখা।
কারেন্ট একাউন্ট নং :
২০৫০২৭৯০১০০১২৩৪

২. ছিরাত প্রকাশনী
ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড
রাজশাহী শাখা।
কারেন্ট একাউন্ট নং :
১৩৫.১১০.০০২০৫৭৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-২৪৯৬৯৪, ০১৯১৮-৮৪০৩৬১, ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১

ছিরাত প্রকাশনীর মৌলিক কয়েকটি বই

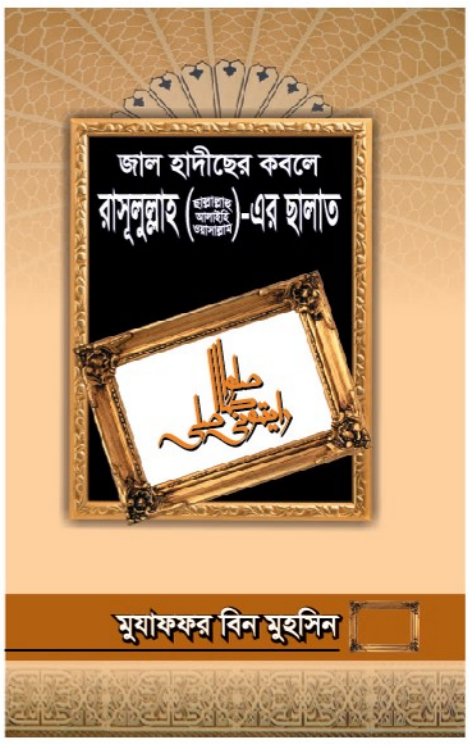

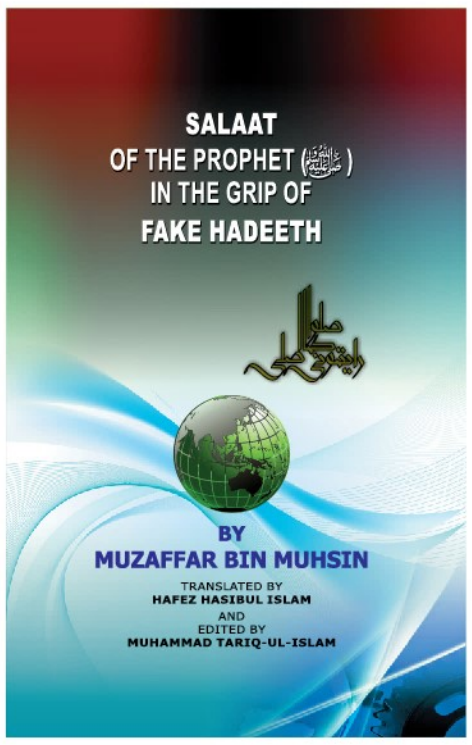

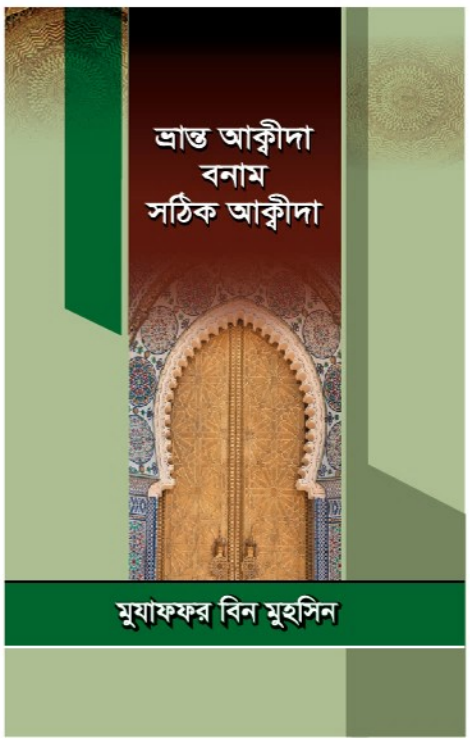

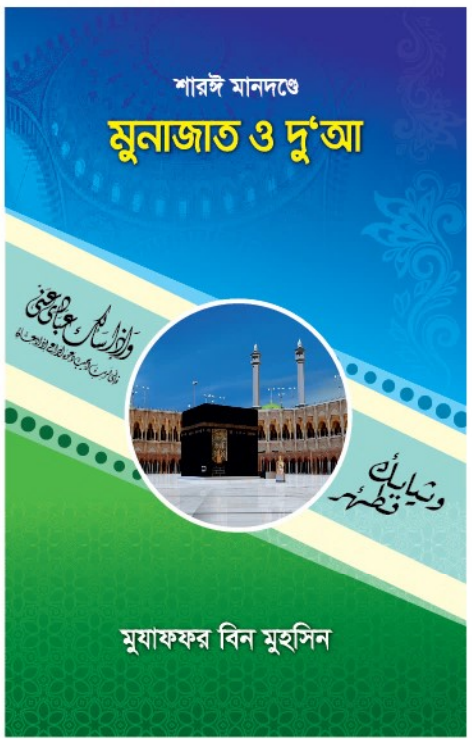

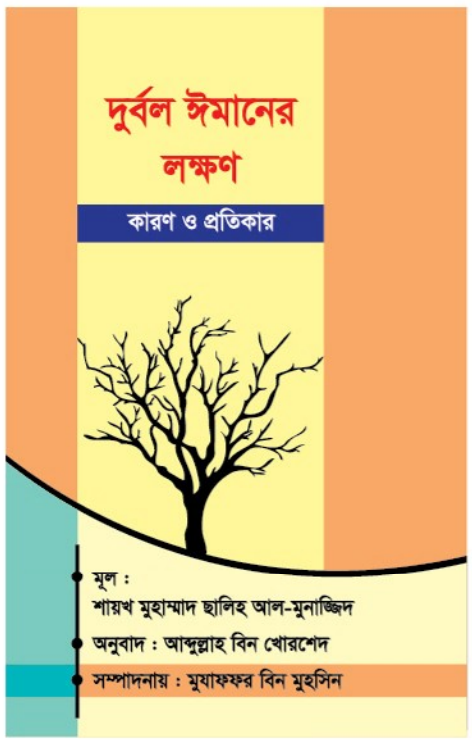

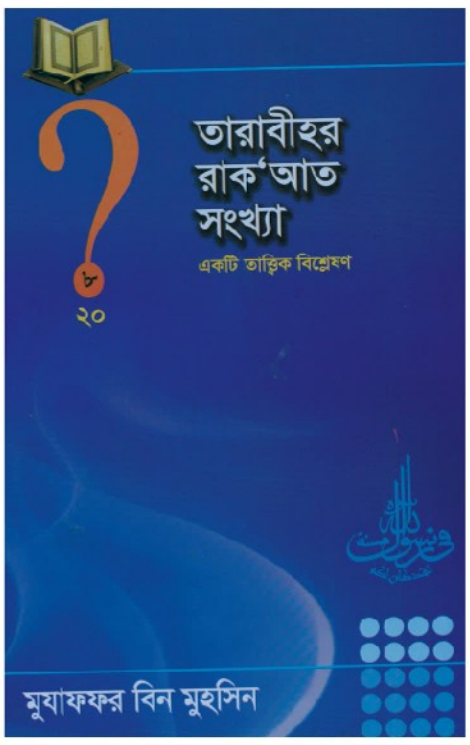

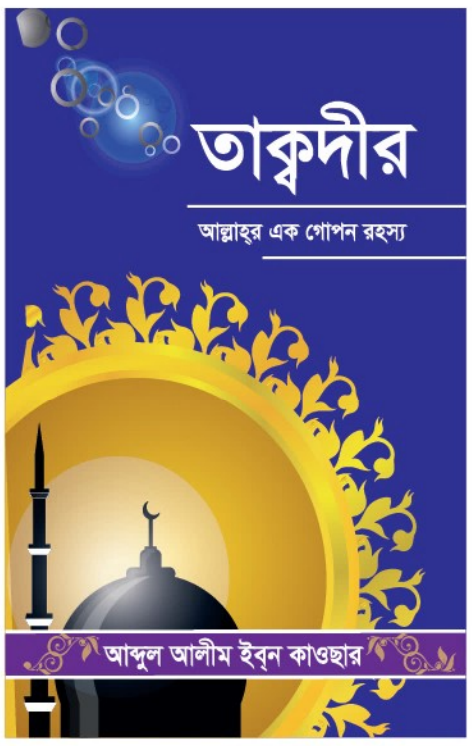

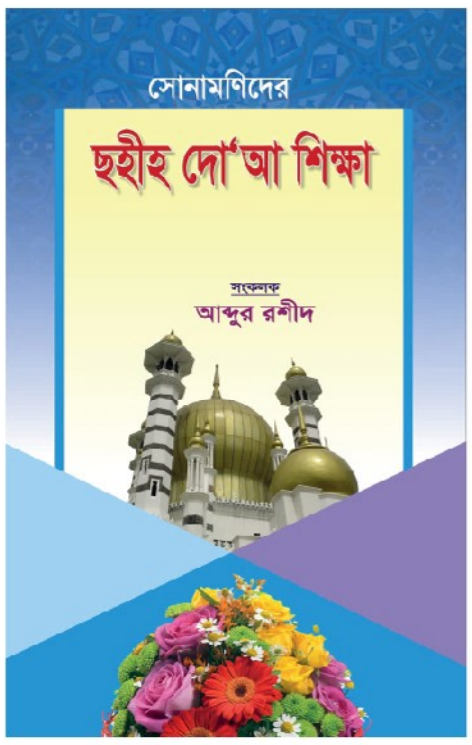

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-২৪৯৬৯৪, ০১৯১৮-৮৪০৩৬১, ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১

আছ-ছিরাত প্রকাশনী

(একটি সম্পূর্ণ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান)

প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

ক্রঃ	বইয়ের নাম	লেখক	পৃষ্ঠা সংখ্যা	মূল্য
১	জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত (বোর্ড বাঁধাই)	ড. মুযাফফর বিন মুহসিন	৪০০ পৃ.	২০০/=
২	জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত (সাধারণ বাঁধাই)	”	৪০০ পৃ.	১৩০/=
৩	Salaat of the Prophet (s) in the Grip of Fake Hadeeth	”	৪৭২ পৃ.	৩০০/=
৪	মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ-১	”	২৮৮ পৃ.	১৩০/=
৫	মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ-২	”	৩৪৪ পৃ.	১৫০/=
৬	ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন	”	২৮৮ পৃ.	১৫০/=
৭	ভ্রান্ত আক্বীদা বনাম সঠিক আক্বীদা	”	১৭৬ পৃ.	৬০/=
৮	শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত	”	১৭৬ পৃ.	৬০/=
৯	যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি	”	৯৬ পৃ.	৩০/=
১০	তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যা	”	৯৬ পৃ.	৪০/=
১১	ছহীহ হাদীছের কষ্টি পাথরে ঈদের তাকবীর	”	৫৬ পৃ.	২০/=
১২	সফল কর্মী	”	৩২ পৃ.	১৫/=
১৩	নির্বাচিত হাদীছ	”	৪৮ পৃ.	২০/=
১৪	হাদীছ জালিয়াতির স্বরূপ	”	৪৮ পৃ.	২৫/=
১৫	এক নযরে আক্বীদা ও তাওহীদ	”	৬৪ পৃ.	বিনামূল্যে
১৬	এক নযরে ওযূ ও ছালাত	”	২৪ পৃ.	বিনামূল্যে
১৭	এক নযরে ছিয়াম ও রামাযান	”	২৪ পৃ.	বিনামূল্যে
১৮	এক নযরে হজ্জ ও ওমরাহ	”	৭২ পৃ.	বিনামূল্যে
১৯	সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায	৬৪ পৃ.	৩০/=
২০	দুর্বল ঈমানের লক্ষণ : কারণ ও প্রতিকার	শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ	৯৬ পৃ.	৪০/=
২১	পরিবার সংশোধনে ৪০ টি উপদেশ	”	৭২ পৃ.	৩০/=
২২	তাওহীদের বার্তা	শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)	১১২ পৃ.	৪০/=
২৩	তাক্বদীর (আল্লাহ্র এক গোপন রহস্য)	আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী	৯৬ পৃ.	৪০/=
২৪	ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি আমাদের কর্তব্য	”	৪০ পৃ.	২০/=
২৫	ঋতুস্রাব ও প্রসূতি অবস্থার বিধি-বিধান সংক্রান্ত ৬০টি প্রশ্ন	”	৪০ পৃ.	২০/=
২৬	কুরআন, সুন্নাহ ও আছারের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ	”	১৫২ পৃ.	৬৫/=
২৭	প্রশ্নোত্তরে সহজ আক্বীদা শিক্ষা (চার ইমামের আক্বীদা অবলম্বনে)	”	৬৪ পৃ.	৩০/=
২৮	মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়	”	৪৮ পৃ.	২০/=
২৯	ইসলামে অলা ও বারা	”	১৬০ পৃ.	৬০/=
৩০	ঈমানের মূলনীতি	”	১৬০ পৃ.	৬০/=
৩১	ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাস	ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর	১০৪ পৃ.	৩৫/=
৩২	আদর্শ সমাজ গঠনে সূরা মাউনের শিক্ষা	”	৪৮ পৃ.	২০/=
৩৩	আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা	হাফেয আব্দুল মতীন আল-মাদানী	৫৬ পৃ.	২৫/=
৩৪	সোনামণিদের ছহীহ দো'আ শিক্ষা	আব্দুর রশীদ	৫৬ পৃ.	২৫/=
৩৫	সোনামণিদের ছহীহ হাদীছ শিক্ষা	”	৮০ পৃ.	৩০/=
৩৬	সোনামণিদের ইসলামী আদর্শ শিক্ষা	”	৪৮ পৃ.	২০/=
৩৭	সোনামণিদের ছহীহ আক্বীদা শিক্ষা	”	১৩৬ পৃ.	৫০/=
৩৮	জান্নাত ও জাহান্নাম	বযলুর রহমান	৩৩৬ পৃ.	১৩০/=
৩৯	সোনামণিদের পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার	”	৯৬ পৃ.	৩৫/=
৪০	ফেরেশতাগণ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা	”	১১২ পৃ.	৫০/=
৪১	কুরআন-ছহীহ হাদীছের আলোকে যাকাতুল ফিতর	”	৩২ পৃ.	১৫/=
৪২	তিন ভাষার কথোপকথন (বাংলা, ইংরেজী, আরবী)	হাফেয হাসিবুল ইসলাম	৩২০ পৃ.	১২০/=
৪৩	আহকামুল জানায়েয (জানাযার বিধান)	মাওঃ মুহাঃ নোমান আলী	৪৮ পৃ.	২০/=
৪৪	সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা	আযীযুর রহমান	৯৬ পৃ.	৪০/=
৪৫	মদপান ও ধূমপানের অপকারিতা	শায়খ মুস্তাফিজুর রহমান আল-মাদানী	৩২ পৃ.	১৫/=
৪৬	সুসঙ্গী বনাম কুসঙ্গী	”	২০৮ পৃ.	৭৫/=
৪৭	কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত মুসলিম নারী	নাজমুন নাহার বিনতে আবুল কালাম	১২০ পৃ.	৫৫/=
৪৮	এসো আরবী শিখি (সোনামণিদের জন্য)	”	৬৪ পৃ.	১৩০/=
৪৯	ইখলাছই পরকালের জীবনতরী	আব্দুল গাফফার	৬৪ পৃ.	২৫/=
৫০	তথ্যকোষ		১২৮ পৃ.	৬০/=
৫১	ছিরাতে মুস্তাক্বীম পর্ব-১, বিষয় : ছিয়াম ও রামাযান		৩২৮ পৃ.	১২০/=
৫২	ছিরাতে মুস্তাক্বীম পর্ব-২, বিষয় : হজ্জ, ওমরাহ ও কুরবানী		৩২০ পৃ.	১২০/=
৫৩	ছিরাতে মুস্তাক্বীম পর্ব-৩, বিষয় : যাকাত ও ছাদাক্বাহ		২৬৪ পৃ.	১২০/=
৫৪	ছিরাতে মুস্তাক্বীম পর্ব-৪, বিষয় : আক্বীদা ও তাওহীদ		৫৬৮ পৃ.	২৫০/=
৫৫	ছালাতের স্থায়ী সময়সূচী			৪০/=
৫৬	ছালাতের পর পঠিতব্য যিকির সমূহ			৪০/=

হাফিজ-আমেনা প্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর মোড়), সপুরা, রাজশাহী
মোবা : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১, ০১৯১০-৭২৪৭৫৮